যু[illegible] দৈনিক সংবাদ

MAY 1 4 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা · ৫ কলাম ১.....

গত ১৮ই এপ্রিল 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত লে. কর্নেল (অব.) এইচ আহমেদের একটি চিঠিতে 'মন্ত্রক' শব্দ ব্যবহার করায় সহযোগী সম্পাদক মহোদয় মন্তব্য দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে Ministryর বাংলা করা হয়েছে 'মন্ত্রণালয়'। ভারতে এর বাংলা করা হয়েছে 'মন্ত্রক'। ২৫শে এপ্রিলের সংবাদ-এ প্রকাশিত 'একটি পত্রের সংশোধনী প্রসঙ্গে' শীর্ষক চিঠিতে আবদুল জব্বার খান প্রশ্ন রেখেছেন কর্নেল আহমেদ ভারতীয় শব্দটি বেছে নিলে আহমেদ সাহেবের সঙ্গে কোন যোগা করেই আমার মন্তব্য লেখার পাঁয়তার করতে ৩০শে এপ্রিল দেখলাম "অ বাংলা ভাষা" শিরোনামে মুহাম্মদ আব খান এক সারগর্ভ চিঠি লিখেছেন, য গুরুত্বের দিক দিয়ে আলোচনার দ বস্তুত আবদুল হক একেবারে নাড়ি দিয়েছেন। তবে তিনি যে মন্তব্য দিে শুধু তার একার নয়, বাংলাদেশে তার সঙ্গে সুর মেলাবেন।

সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পের ওস্তাদরা ব করেন যে, সে যুগে সঙ্গীত বা নৃ করে শিখতে হতো, আর আজকাল গান বা নাচ শিখেই রেডিও-টিভি নেমে যান শিল্পী হয়ে। ঠিক তেমনি যেকোন বিষয়ের গভীরে না গিয়ে লিখে খবরের কাগজে ছাপা অ দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি অ অনেকে।

প্রথমে জব্বার খান সাহেবের চি বলি, কর্নেল আহমদের শব্দচয়ন যুক্তিসঙ্গত। মন্ত্রণালয় বললে ব আবাসের কথা আসে। যেমন দেবালয়, ছাত্রাবাস। কিন্তু Minis আলয় বা আগার (যেমন- পাঠাগার, নয়। আমাদের দেশে প্রতিশব্দটা ক বলেই সেটা বেদবাক্য বলে মেনে এমন কথা নয়। বহতা নদীর মত ব সময় পরিবর্তন আসবেই। এ প্র আলোচনায় আসছি। জব্বার খান President শব্দের বাংলাদেশে 'রাষ্ট্রপ্রধান' সম্পর্কে বলি, রাষ্ট্রপ্র Head of the State শব্দের ব যিনি Head of the State ত সম্মানজনক ও যথাযথ পদবি থাকা পতি অর্থে কর্তা। সুতরাং রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বলাই যুক্তিযুক্ত। যেমন দলপতি, কুলপতি। রাষ্ট্রপতি শ্রুতিকটু নয়। বস্তুত স্বাধীন বাংলা পরপরই কতকগুলো প্রতিশব্দ নিয়ে সরকারি আমলারা বেকায়দায় প উদাহরণ, চিঠিতে 'জনাব' লিখলে যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলাম আবার 'মহাশয়' লিখলে বলবে অতএব মাঝামাঝি শব্দ হলো 'মহে সে সময় বহুল ব্যবহৃত শব্দ ছিল '

হবে আধুনিক শিল্পকলা কমপ্লেক্স। প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন কমপ্লেক্সের —সংবাদ

এবার এতিমখানা নিজেদের দখলে নেয়ার চেষ্টা করছে সরকারি দল

কুমিল্লা থেকে মাহাবুব আলম বাবু ॥ কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার জুরানপুরে সরকারি দলের প্রভাব খাটিয়ে একদল সন্ত্রাসী জুরানপুর হালিম এতিমখানার আয়ের উৎসগুলো নিজেদের দখলে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর প্রতিবাদে এতিমখানার ছাত্রছাত্রীরা অনশন, ধর্মঘট, সমাবেশ করছে এবং জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

এতিমখানার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা জানায়, দাউদকান্দির জুরানপুর গ্রামে মে. জে. (অব.) সুবিদ আলী ভুঁইয়া প্রতিষ্ঠিত জুরানপুর এতিমখানার মূল আয়ের উৎস একটি বাজার ও ৫/৬টি পুকুর। চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিএনপির স্থানীয় সাংসদ ও প্রভাবশালী মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নিকট আত্মীয় তথা সন্ত্রাসী ক্যাডারদের চাঁদাবাজিতে গত ৬ মাসে বাজারটি অচল হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এ বাজার থেকে প্রতিমাসে ২৬ হাজার টাকা দোকানঘর ভাড়া এবং পুকুরগুলো থেকে বছরে সাড়ে তিন লাখ টাকা আদায় হয়ে থাকে। সফিক খন্দকার নামে এক সন্ত্রাসী মন্ত্রীর নিকট আত্মীয় পরিচয়ে দলবল নিয়ে বাজার থেকে প্রতিদিন জোরপূর্বক চাঁদা আদায় ও মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি সরকারি দলের প্রভাব খাটিয়ে নামমাত্র মূল্যে পুকুরগুলো দখলে নেয়ার জন্য পাঁয়তারা করছে এবং হুমকি দিচ্ছে। এতিমখানা কর্তৃপক্ষ ক'দিন আগে আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ৫/৬টি পুকুরের মাছ বিক্রির জন্য সর্বোচ্চ দরদাতা গৌরীপুর বাজারের জয়নাল হাজারীকে ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা সাপেক্ষে প্রদানের উদ্যোগ নিলে সফিক খন্দকার তাতে বাধা দেয়। নির্ধারিত মূল্যের অর্ধ লক্ষাধিক টাকা কমে তাকে দেয়ার জন্য দাবি জানায় অন্যথায় কোন মাছ বিক্রি করা যাবে না বলে জানিয়ে দেয়।

এ অবস্থায় এতিমখানার ছাত্রছাত্রীরা ২৯শে এপ্রিল কুমিল্লা প্রেসক্লাবে দিনব্যাপী অনশন ধর্মঘট পালন করেছে এবং এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

নওগাঁয় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ॥ পুলিশ অপরাধীদের